238

ভোরের কাগজ

তারিখ ...13 DEC 1998 ... ...
পৃঃ ১০ কলাম ১.....

মুন্সীগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৭/৮ শ' টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে

সালেহীন তুহিন, মুন্সীগঞ্জ থেকে : জেলার সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফরমফিলাপে অতিরিক্ত ফি আদায়ের হিড়িক পড়েছে। এতে গত বন্যায় বিপর্যস্ত মুন্সীগঞ্জের দরিদ্র পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় অভিভাবকরা সুদে বা গরু-ছাগল বিক্রি করে অতিরিক্ত ফি-এর অর্থ সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় অভিভাবক মহলে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বোর্ড '৯৯ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্র ফিসহ বিজ্ঞান বিভাগে ৬১০ ও মানবিক বিভাগে ৫৫০ টাকা নির্ধারণ করেছে। তিন মাসের বেতন ও অন্যান্য ফিসহ সর্বসাকুল্যে একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৮০০ টাকা নেওয়ার কথা। কিন্তু বোর্ড নির্ধারিত ফি উপেক্ষা করে সর্বত্র প্রায় দেড় হাজার থেকে ১৮০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। স্কুলের বেতন, কেন্দ্র ফি, বোর্ড ফি ও কোচিং ফিসহ নানা ভালবাহানায় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৬০০/৭০০ টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হচ্ছে। সরকারি কোনো নীতিমালা বা বিধিনিষেধ না থাকায় বিদ্যালয়গুলো নতুনখাত সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ফি আদায় অব্যাহত রেখেছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, জেলার ১০৮টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ফি আদায় হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র শহরের কে. কে. সরকারি বিদ্যানিকেতনে বোর্ড নির্ধারিত ফি-এর মাধ্যমেই ফরমফিলাপ করা হচ্ছে বলে জানা যায়। এ বিদ্যালয়ে ফরমফিলাপের ক্ষেত্রে এলাকায় ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম মনির হোসাইন এ প্রতিবেদককে বলেন, ফরমফিলাপে নানা অজুহাতে অতিরিক্ত ফি আদায় সম্পূর্ণ অবৈধ। এর প্রতিকার হওয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে শহরের উপর এভিজেএম সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কোচিং ফি ও মডেল টেস্টের নামে প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ৭০০ টাকা আদায় করছে। খোদ সরকারি বিদ্যালয়ে এ অনিয়মে অভিভাবক মহলকে হতবাক করেছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লুৎফা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনোরূপ কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। শহরের অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত ফি আদায় অব্যাহত রয়েছে। শহরের কোর্টগাঁওয়ের দরিদ্র রাধেশ্যাম মেয়ের পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করতে চড়াসুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন বলে জানান।

অতিরিক্ত ফি আদায় সম্পর্কে জেলা শিক্ষা অফিসার মমতাজ বেগম এ প্রতিবেদককে জানান, যেকোনো উপায়েই হোক অতিরিক্ত ফি আদায় অবৈধ এবং অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।